করবে। আচ্ছা, সরকার আবার "রায় বাহাদুর", "রায় সাহেব" প্রভৃতি ভাল ভাল উপাধির পুনঃপ্রবর্ত্তন করে এঁদের সেই সব উপাধিতে ভূষিত করেন না কেন?

গঙ্গাযাত্রা ?

গত সংখ্যায় আমরা বি-এম-পি-এর "গ্র্যাণ্ড" চা-চক্র সম্পর্কে যে মন্তব্য ক'রেছিলাম, তাতে বি-এম-পি-এ'র একজন বিশিষ্ট সদস্য আমাদের ওপর বিশেষ খাপ্পা হ'য়ে কোন এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ সুরু করেন। তিনি ব'ললেন, "সেদিন কি মশায় আপনাদের সব-কিছু বন্ধ ছিল?"

তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরদান প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ বিতণ্ডা হয়। তারপর তিনি আবার বলেন, "এই দিন কই, আপনারা ত মড়া পোড়ানো বন্ধ করেন নি?"

উত্তর :—বি-এম-পি-এর অনুষ্ঠানকে আর যাই হোক, মড়া পোড়ানোর সঙ্গে তুলনা দেবেন না। তাতে নিজের মুখে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের পরাজয় স্বীকার করা হয়।

ভদ্রলোক আগেই খাপ্পা হ'য়েছিলেন। এবার বোধ হয় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারালেন। কি ব'লছেন, তা বোধ হয় তিনি নিজেই জানতেন না।

তিনি ব'ললেন :—তা হোক মশাই। আজ বি-এম-পি-এর যে অবস্থা, তাকে গঙ্গাযাত্রার সঙ্গেই তুলনা ক'রতে হয়। এই অবস্থায় আপনাদের এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না।

এরপর বোধ হয় আর কোন মন্তব্যই খাটে না।

বি-এম-পি-এর নির্ব্বাচন

মুমূর্ষু হোক আর যাই হোক, এক দিক থেকে বি-এম-পি-এ কিন্তু অনেকের কাছে লোভনীয় হ'য়ে উঠ্‌ছে। বার্ষিক হিসাবনিকাশে প্রকাশ যে, এবার বি-এম-পি-এর ভাণ্ডারে প্রায় লাখখানেক টাকা জমা হয়েছে। এত টাকা বহু সদস্য প্রতিষ্ঠানেরও নেই। এই টাকার জোরে অনেক কিছু করা যেতে পারে। বি-এম-পি-এর নিয়ম-কানুন অনুযায়ী নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই টাকা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করতে পারেন। তাই, এবারকার কর্ম্ম-কর্ত্তা নির্ব্বাচনে এত উত্তেজনা, প্রচারণা ও দলাদলি দেখা যায় কিনা কে জানে!

বলা বাহুল্য, এবার এমন অনেককে বি-এম-পি-এর নির্ব্বাচনে আগ্রহান্বিত দেখা যায়, যাঁরা ইতিপূর্ব্বে কোন দিন বি-এম-পি-এর সিঁড়িও মাড়ান নি।

একজন সদস্য এই সম্পর্কে ব'ললেন যে, মৌচাকে মধু জমেছে। ভোমরার আর অভাব হবে না।

নির্ব্বাচনের আগে কোন কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানকে নাকি তুচ্ছতম কারণেও ব্যালট পেপার দিতে অস্বীকার করা হয়। তার মধ্যে একটা কারণ যেমন অসম্ভব তেমনই তাজ্জব। চেক মারফৎ সদস্য-ফি নিয়ে এবং তার প্রাপ্তি স্বীকারের পর শেষ মুহূর্ত্তে বলা হয় যে,

উত্তর চাই

(১) কলিকাতার কোন এক শীর্ষস্থানীয় চিত্র প্রতিষ্ঠান "বিদ্যাসাগর"-এর জীবনী চিত্রে রূপায়িত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এই চিত্রের পরিচালক নির্ব্বাচিত হয়েছেন জনৈক প্রবীণ চিত্রপরিচালক। বহুদিন আগেই জনৈক নবীন চিত্রপরিচালক বহু শ্রম ব্যয় করে বিদ্যাসাগর-এর জীবনী অবলম্বনে একটি চিত্রনাট্য রচনা করেন, এবং তা সেন্সর থেকে পাশ করিয়ে রাখেন।

'বিদ্যাসাগর' চিত্রের বর্ত্তমান চিত্রনাট্যের সঙ্গে সেই চিত্রনাট্যের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সেই নবীন পরিচালকের সঙ্গে বর্ত্তমান প্রযোজকের কোনো যোগাযোগ আছে কিনা? যদি থাকে তবে সেই নবীন পরিচালকের নাম উহ্য রাখা হয়েছে কেন? যদি সেই নবীন পরিচালকের চিত্রনাট্যের কোনো অংশও গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তা তাঁর সম্মতি অনুসারে করা হয়েছে কি?

যেহেতু চেকে টাকা দেওয়া হ'য়েছে সেইজন্যে চেক ক্যাশ হওয়ার খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত ব্যালট পেপার দেওয়া হবেনা। এই অজুহাত যে কতদূর বে-আইনী ও নীতিবিগর্হিত তা যে কোন সদস্যের যে কোন এ্যাটর্নী বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

এই দিন সবচেয়ে মজা করেন প্রাইমা ফিল্মস। তাঁদের আচরণ যেমনই অদ্ভুত তেমনই দুর্ব্বোধ্য। প্রাইমার কর্ণধার শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ গত বছর ছিলেন বি-এম-পি-এর কোষাধ্যক্ষ। এবার প্রাইমার পক্ষ থেকেই এক প্রস্তাব এনে বি-এম-পি-এর সমস্ত আয়-ব্যয় এবং হিসাবনিকাশ পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনাস্থা জানানো হয়। অর্থাৎ মনোরঞ্জন-বাবু নিজেই নিজের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন।

ব্যাপারটি আরও চরমে তোলেন এই অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে না দিয়ে আগেই সদস্যদের কাছে বি-এম-পি--এর এই অবমাননার প্রতিকার দাবী করেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সদস্য মনোরঞ্জনবাবুর মুণ্ড তলব করেন। এ ছাড়া বি-এম-পি-এর এই সভায় এমন সব ভাল ভাল মজা হয় যার উল্লেখ প্রয়োজন হ'লেও স্থানাভাবে এখানে সম্ভব নয়।

ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টায় এবারকার ভেটরঙ্গ অন্যান্য বছরকে যে ম্লান করে দিয়েছে তা বহু সদস্যই স্বীকার করেন। নানা দলে উপদলে এবার যত ভোট ক্যানভাসিং হয়, বি-এম-পি-এর বহু সদস্যই তা কল্পনা করেন নি। কিন্তু সুবিধে কারও বিশেষ কিছু হয়নি। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে যদিও সেই পুরোনো দল এবারেও ক্ষমতায় কায়েম হ'য়ে আছেন তবু যে দু'একজন নতুন সদস্য বি-এম-পি-এর লৌহ আবরণ ভেদ করতে পেরেছেন তাঁরা সত্যিই প্রশংসনীয়। দুর্য্যোগময় অমানিশার বুকে এই যে চিড়, আমরা জানি, এ নূতন প্রভাতেরই সম্ভাবনা। নতুন যাঁরা এসেছেন, তাঁরা হ'লেন "বসুশ্রী", "আলোছায়া", 'ন্যাশনাল 'প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স'" এবং "কোয়ালিটি ফিল্মস্"।

নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আগামী বছরের জন্য কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন।

প্রদর্শক :——রূপায়ন, স্ক্রীন কর্পোরেশন, বসুশ্রী, আলোছায়া (সভাপতি)

পরিবেশক :——কাপুরচাঁদ, ক্যালকাটা পিকচার্স, কোয়ালিটি ফিল্মস্, রীতেন কোং (সভাপতি)

প্রযোজক :—অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রীবিউটার্স, ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স, নিউ থিয়েটার্স (সভাপতি, শ্রী বি, এন সরকার)।

আমরা সকল সদস্যকে আমাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাই এবং আশা করি, তাঁরা বাঙ্গালা চলচ্চিত্রশিল্পের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে সকল দলাদলি রেষারেষি ভুলে কলালক্ষ্মীর সমৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। শোনা যাচ্ছে, এবার বহু প্রতিষ্ঠান নাকি তাঁদের সদস্য পদের ফি দেননি। এর কারণ নূতন কার্য্যকরী সমিতিকে অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বি-এম-পি-এর তহবিলকে দুর্গত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মুক্ত ক'রতে হবে। চিত্রশিল্পের দুর্দ্দিনে জমানো টাকা যদি কাজেই না লাগল, তবে সেই টাকার কোন মূল্যই থাকতে পারেনা।

ভুলে গেলে চলবে না, বি-এম-পি-এর জমানো টাকা এই সব সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের, অগণিত শিল্পীর এবং দর্শকের টাকা। এই টাকা তাঁদের প্রয়োজনেই ব্যয় করা দরকার।

উদ্বাস্তুদের সাহায্যে বি, এম, পি, এ

পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে বি, এম, পি এর কার্য্যকরী সমিতি অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করেছেন। চিত্রজগতের প্রযোজক পরিবেশক, প্রদর্শক ও চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং সংগ্রহের সুবিধার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করেছেন।

এই উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত প্রেক্ষাগারের মালিকদের রবিবার ৩০শে এপ্রিল একটি বিশেষ সাহায্য প্রদর্শনী আয়োজনের অনুরোধ করেছেন। প্রদর্শকরা যাতে বিনামূল্যে তাঁদের নিজের নিজের ছবি দিয়ে প্রেক্ষাগারের মালিকদের সহায়তা করেন সে বিষয়েও বি, এম, পি এ তাঁদের আন্তরিকতা আশা করেন।